সমকাল

তারিখ 11 SEP 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ইবির অনুপস্থিত ৫৩ শিক্ষার্থীর ৩২ জনই প্রথম বর্ষের

রয়েছেন চাকরিজীবী-হিন্দু-বৌদ্ধরাও

■ ইবি প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) অনুপস্থিত ৫৩ জনের মধ্যে ৩২ জনই প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী; দু'জন হিন্দু ও একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এ ছাড়া এ তালিকায় বেশ কিছু চাকরিজীবীও রয়েছেন, যারা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ৫৩ অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হলে বিভিন্ন সূত্র প্রকাশিত এ তালিকার নানা অসঙ্গতির কথা জানিয়েছে। সমকালের অনুসন্ধানেও এর সত্যতা মিলেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া ১০ দিনের বেশি সময় অনুপস্থিত থাকা বিভিন্ন বিভাগের ৫৩ জনের তালিকা গত বৃহস্পতিবার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে ইবি কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগে অনুপস্থিত রয়েছেন ১৮ জন। এর মধ্যে ১৭ জনই প্রথম বর্ষের ছাত্র। তাদের মধ্যে শাকিল আহম্মেদ ও শামিনুর রহমান নাবিল দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া সুমিয়া আফরিন শশী ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থীদের দেওয়া তথ্যমতে, এ বিভাগের ১৩ জন অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর মধ্যে মিলন হোসেন, মিলটন ভূইয়া রাবিতে অধ্যয়নরত। হাসেম শেখ নামে আরেক ছাত্র জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। পারভেজ হোসেন সেনাবাহিনীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে চাকরিরত। আম্বিয়া খাতুন একজন পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী। পারুল সুলতানার গ্রামের বাড়ি নড়াইলে। বর্তমানে তিনি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। রাজু মিয়া পল্লী বিদ্যুতে কর্মরত। আবদুল জব্বার দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। নাজমুস সাকিব বর্তমানে রাবির হিসাববিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নরত।

ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের ৬ শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ আছে। তাদের সবাই প্রথম বর্ষের ছাত্র। তারা দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এছাড়া এ তালিকায় উল্লিখিত ইছরে জাহা জয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে জানিয়েছেন তার সহপাঠীরা। ব্যবস্থাপনা বিভাগে অনুপস্থিত ১১ জন

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

ইবির অনুপস্থিত

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেকেই প্রথম বর্ষের। তাদের মধ্যে আরিফুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ রয়েছেন বলে তার পরিবার নিশ্চিত করেছে। জুয়েল রানা একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত। নাজমুস সাকিব, আল মাউন, মুসফিকুর রহমানও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত। শাহরিয়ার আলম, শ্রীবাস কুমার দাস ও নাজমুল ইসলাম বিসিএসের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিংয়ে নিখোঁজ ১৩ জনের মধ্যে সাহেদুজ্জামান কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অবস্থান করছেন। কামরুজ্জামানও ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

এ ব্যাপারে প্রক্টর মাহবুবর রহমান সমকালকে বলেন, 'এটি একটি খসড়া তালিকা। কোনো শিক্ষার্থীর এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকলে তারা তা লিখিতভাবে জানাতে পারবেন। এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই।'